JAN 8 2001

গোপালপুর ইউএনও'র অভিনব আইন

নকলমুক্ত পরীক্ষার নামে পরীক্ষার্থীকে গালাগাল, মারপিট ও বহিষ্কার

গোপালপুর (টাঙ্গাইল) সংবাদদাতা ॥ পরীক্ষার হলে লঘুচপলতা, পরস্পর কথা বলা বা অবৈধ কাগজপত্র সংরক্ষণ করিলে পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার অথবা তাহার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান রহিয়াছে। কিন্তু গোপালপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত নিয়ম ভঙ্গ করিয়া ঐসব অপরাধে পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করার পাশাপাশি গালাগাল এবং মারপিট করার মনগড়া আইন চালু করিয়াছেন।

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান এবং শিক্ষা হিতৈষীরা লিখিত অভিযোগে স্থানীয় সাংবাদিকদের জানান, নকলমুক্ত পরীক্ষার নামে ইউএনও মধ্যযুগীয় পন্থায় পরীক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি চালু করিয়াছেন। গত এসএসসি, আলীম, দাখিল ও এইচএসসি পরীক্ষায় তিনি অনেক পরীক্ষার্থীর সাথে দুর্ব্যবহার এবং সাজা দিয়াছেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় চলতি ডিগ্রী পরীক্ষায় গত ৮ই ডিসেম্বর গোপালপুর কলেজ কেন্দ্রে নজরুল ইসলাম নামক একজন পরীক্ষার্থী তাহার নির্যাতনের শিকার হয়। কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানানো হয়, ঐ দিন পরীক্ষা চলাকালে ঐ কক্ষের বারান্দায় এক টুকরা কাগজ পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া ইউএনও তৌহিদুর রহমান খান অগ্নিশর্মা হইয়া উঠেন এবং এজন্য ঐ পরীক্ষার্থীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাহাকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ শুরু করেন। ঐ পরীক্ষার্থীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়া তিনি তাহাকে ঘাড়ে ধরিয়া বারান্দায় নিয়া যান এবং ঐ কাগজ তাহাকে দিয়া উঠাইয়া পুনরায় হলের বেঞ্চের সাথে ঠেকাইয়া বেদম মারপিট করেন। এই ঘটনায় কর্তব্যরত পরিদর্শক ও কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ হতবাক হইয়া যান। পরে ঐ পরীক্ষার্থীকে ইউএনও বহিষ্কার করেন। এই ঘটনার প্রতিবাদে পরদিন কলেজ পরিচালনা পরিষদ এবং শিক্ষকদের এক যৌথসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ঐ ঘটনার নিন্দা এবং প্রতিকার দাবী করা হয়।

গত ৯ই ডিসেম্বর সরকারী প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় সুতি ভি,এম হাই স্কুল কেন্দ্রে ৫ম শ্রেণীর একজন ছাত্র ইউএনও-এর নির্যাতনের শিকার হয়। কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ সূত্রে প্রকাশ, পরীক্ষা চলাকালে জয়নগর বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র সেলিম (১০) জামার নীচে বই লুকাইয়া রাখিয়াছিল। শরীর অনুসন্ধান করিয়া বই পাওয়া মাত্র ইউএনও ঐ ছাত্রটিকে কানে ধরিয়া দাঁড় করান এবং বেদম প্রহার শুরু করেন। এই অমানবিক সাজার দরুণ ছাত্রটি পরীক্ষা হলে প্রস্রাব-পায়খানা করিয়া ফেলে। পরে তাহাকে বহিষ্কার করা হয়। এই ঘটনায় ঐ হলের সকল শিশু আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া কান্নাকাটি শুরু করে এবং অস্বস্তিকর পরিবেশে কোনভাবে পরীক্ষা শেষ করে। অপরদিকে ইউএনও পাবলিক পরীক্ষা আইনের প্রচলিত নিয়ম ভঙ্গ করিয়া উপজেলা ফিমেল সেকেন্ডারী অফিসার আফরোজা বেগম, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা আবু সাঈদ এবং ক্ষুদ্র উদ্যোগ উন্নয়ন প্রকল্প নামক একটি বেসরকারী সংস্থার কর্মচারী শাহজালাল মিয়াকে নিয়া একটি মনগড়া পরীক্ষা পরিদর্শন কমিটি গঠন করিয়াছেন। ঐ কমিটির সকল সদস্যকে নিয়া ইউএনও সবসময় পরীক্ষা হলে প্রবেশ করেন। কমিটির সদস্যরা দায়িত্বপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেটের মত খাতাপত্র, প্রবেশপত্র চেক করেন এবং নকল ধরেন। তবে বহিষ্কার করার কাজটুকু ইউএনও সম্পন্ন করেন। এই মনগড়া কমিটির পরীক্ষা হলে প্রবেশ নিয়া কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে আপত্তি তুলিয়াছে।

এ ব্যাপারে ইউএনও জানান, অসদুপায় অবলম্বনের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পর প্রয়োজনবোধে পরীক্ষার্থীকে মারপিট করা যায়। নকলমুক্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠানের জন্য তিনি ঐ তিন ব্যক্তিকে নিয়া কমিটি গঠন করিয়াছেন। তিনি সবকিছু নিয়মের মাধ্যমেই করিতেছেন বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন।